০৪. ২২.১২.২০২৩

আদালত নং ৬

কোলে

কলকাতার উচ্চ আদালতে

সিভিল আপীল এখতিয়ার

আপিল সাইড

এম.এ.টি. ২০১৯ সালের ১১৮১

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যরা

বনাম

মহাদেব খান এবং অন্যরা

আপিলকারীদের জন্যঃ মিঃ সুশোভন সেনগুপ্ত, আইনজীবী

মিঃ সুবীর পাল, আইনজীবী

উত্তরদাতা/রিট আবেদনকারীদের জন্য: মিঃ প্রসেনজিৎ দেবনাথ, আইনজীবী

সুশ্রী পুনম বসু, আইনজীবী

সুশ্রী পৃথা বিশ্বাস, আইনজীবী

বিচারপতি অরিজিৎ ব্যানার্জি :-

১. এটি আপিল রায় এবং আদেশ ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের বিরুদ্ধে যার মাধ্যমে রিট আবেদনটি উত্তরদাতারা এখানে ডাবলু.পি. ২০১৮ সালের ৬৭০৫ (ডাবলু) ছিল এই আদালতের একজন বিজ্ঞ বিচারক দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়।

২. কার্যকরভাবে, বিজ্ঞ একক বিচারক রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছেন, যা এর অধীনে উত্তরদাতা/রিট পিটিশনকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করুন ন্যায্য ক্ষতিপূরণের অধিকারের বিধান এবং ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসনে স্বচ্ছতা এবং পুনর্বাসন আইন ২০১৩ (সংক্ষেপে '২০১৩ আইন'), ব্যবহারের জন্য নির্মাণের জন্য উত্তরদাতা/রিট আবেদনকারীদের জমি একটি পাবলিক রাস্তা, এই ধরনের জমি অধিগ্রহণ ছাড়াই আইনের প্রক্রিয়া।

৩. মামলার বস্তুগত অবিসংবাদিত তথ্য হল সেই জমি পশ্চিমবঙ্গ জমি (রিকুইজিশন ও অধিগ্রহণ) আইনের (সংক্ষেপে '১৯৪৮ আইন') ধারা ৩ এর অধীনে রিট পিটিশনকারীদের রিকুইজিশন করা হয়েছিল ২৬, এপ্রিল ১৯৮৪ তারিখের নোটিশের মাধ্যমে। এই ধরনের জমির ১০ মে, ১৯৮৪ তারিখে সরকার দ্বারা দখল নেওয়া হয়েছিল।

৪. পরবর্তীকালে, রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয় উক্ত জমি এবং অধিগ্রহণের নোটিশ জারি করা হয়েছে ২৪ নভেম্বর, ১৯৯৩, ১৯৪৮ আইনের ধারা ৪ (১ক) এর অধীনে।

৫. এই ধরনের অধিগ্রহণের জন্য কোন রায় প্রকাশিত হয়নি।

৬. পশ্চিমবঙ্গের জমি (অনুরোধ এবং অধিগ্রহণ) (সংশোধন) আইন, ১ এপ্রিল ১৯৯৪ থেকে কার্যকর হয় যার মাধ্যমে ১৯৪৮ সালের আইন সংশোধন করা হয় এর মধ্যে ধারা ৭ক এর অন্তর্ভুক্তি, যা নিম্নরূপ পড়ে: -

"৭ক. কালেক্টর কর্তৃক রায়। :-

কালেক্টর উপ-ধারা (২) এর অধীনে একটি রায় প্রদান করবে ধারা ৭ তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১ক) (এখন থেকে নোটিশ বলা হয়েছে) এর অধীনে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, এবং যদি এই ধরনের রায় হিসাবে সময়ের মধ্যে করা না হয় পূর্বোক্ত, উল্লিখিত নোটিশটি শেষ হয়ে যাবে:

উল্লেখ্য নোটিশ আছে এমন একটি ক্ষেত্রে যে শর্ত হয়েছে প্রকাশিত দুই বছরেরও বেশি আগে পশ্চিমবঙ্গের জমির সূচনা (রিকুইজিশন এবং অধিগ্রহণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪, রায় হবে তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে তৈরি সেই আইনের সূচনা।

ব্যাখ্যা- তিন বছর বা এক সময়কাল গণনা করা হয় বছর, ক্ষেত্রে, এই ধারার অধীনে, সময়কাল যার সময় কোন পদক্ষেপ বা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লিখিত নোটিশ অনুসরণ একটি আদালতের আদেশ দ্বারা স্থগিত করা হয় এখতিয়ার থাকা, বাদ দেওয়া হবে।"

৭. স্বীকার্য যে তিন বছরের মধ্যে কোন রায় দেওয়া হয়নি অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তির তারিখ, অর্থাৎ ২৪ নভেম্বর, ১৯৯৩।

৮. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কাছে আবেদনে, ধারা ৯ ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (সংক্ষেপে ১৮৯৪ আইন) উপধারা ৩-ক এবং ৩-খ অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধন করা হয়েছিল। উপধারা ৩ এর পর, ২ মে, ১৯৯৭ থেকে কার্যকর হবে সদ্য সন্নিবেশিত উপ-বিভাগগুলি নিম্নরূপ:-

"(৩-ক) কালেক্টরও একই প্রভাবে নোটিশ প্রদান করবেন।

পরিচিত বা আগ্রহী বলে বিশ্বাস করা সমস্ত ব্যক্তিদের উপর

কোন জমি, বা আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য কাজ করার অধিকারী হতে,

যার দখল ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গ জমির রিকুইজিশন

(অধিগ্রহণ এবং অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৪৮, ধারা ৩-এর অধীনে (এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে আইন হিসাবে), যেমন পশ্চিম দ্বারা পুনঃপ্রণয়ন করা হয়েছে বেঙ্গল ল্যান্ড (অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণ) পুনঃপ্রণয়ন আইন, ১৯৭৭, এবং, এই ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, ধারা ৪ উপ-ধারা (১) বিধান, ধারা ৫, ধারা ৫-ক, ধারা ৬, ধারা ৭ এবং এই আইনের ধারা ৮ হয়েছে বলে গণ্য হবে মেনে:

শর্ত থাকে যে এই উপ-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তির তারিখ বিভাগের উদ্দেশ্যে রেফারেন্স তারিখ হতে হবে এই আইনের অধীনে এই ধরনের জমির মূল্য নির্ধারণ:

আরো প্রদান করা হয়েছে যে যখন কালেক্টর করেছেন ধারা ১১ এর অধীনে যে কোন জমির বিষয়ে একটি রায়, এই ধরনের জমি, এই ধরনের রায়ের উপর, সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করা হবে সরকার, সকল দায়মুক্তি।

(৩-খ) কালেক্টরও নোটিশ প্রদান করবেন পরিচিত বা বিশ্বাস করা সমস্ত ব্যক্তির উপর একই প্রভাব কোন জমিতে আগ্রহী, বা ব্যক্তিদের জন্য কাজ করার অধিকারী হতে আগ্রহী, যার দখল ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে উল্লিখিত আইনের ধারা ৩ এর অধীনে অনুরোধের উপর, এবং নোটিশের জন্য এই ধরনের জমি অধিগ্রহণও উল্লিখিত আইনের ধারা ৪-এর উপধারা (১-ক)-এর অধীনে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রত্যেকটিতে মামলা, ধারা ৪, ধারা ৫, ধারা ৫-ক এর বিধান, এই আইনের ধারা ৬, ধারা ৭, ধারা ৮ এবং ধারা ১৬ মেনে চলা হয়েছে বলে গণ্য হবে:

উল্লেখ্য যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ উল্লিখিত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১-ক) এর অধীনে হবে নির্ধারণের উদ্দেশ্যে রেফারেন্সের তারিখ এই আইনের অধীনে জমির মূল্য:

আরো প্রদান করা হয়েছে যে এই ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, কালেক্টর ধারা ১১ এর অধীনে একটি রায় প্রদান করবেন শুধুমাত্র বকেয়া পরিশোধের উদ্দেশ্যে এই ধরনের জমির এই ধরনের জমিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ যেখানে এই ধরনের জমি কালেক্টরের দখলে আছে, ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর ন্যস্ত, সকলের থেকে মুক্ত দায়বদ্ধতা।"- ১৯৯৭ সালের ডাবলু.বি. আইন ৭, ধারা ৩ (২-৫-১৯৯৭ তারিখ থেকে চালু)।"

৯. ১৮৯৪ আইনের ধারা ৯(৩-খ) এর অধীনে একটি নোটিশ জারি করা হয়েছিল সরকার। এরপরও কোনো রায় পাননি সংগ্রাহক। উত্তরদাতারা কোন ক্ষতিপূরণ পাননি তাদের জমি যা দখল করে নিয়েছে এবং ব্যবহার করেছে একটি পাবলিক রাস্তা নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার।

১০. পূর্বোক্ত বাস্তবিক পরিস্থিতিতে, এখানে উত্তরদাতারা প্রাথমিকভাবে সঙ্গে বিদগ্ধ একক বিচারক যোগাযোগ ২টি প্রার্থনা অনুসরণ করুন:

"ক) ঘোষণা যে অনুশীলন উত্তরদাতাদের অনুশীলন আবেদনকারীদের জমি অধিগ্রহণ করা হবে বলে দাবি করা হচ্ছে স্বেচ্ছাচারী, অবৈধ এবং অসাংবিধানিক এবং লঙ্ঘন ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪, ২১ এবং ৩০০ ক;

খ) মান্দামাসের প্রকৃতির একটি রিট বা রিট ইস্যু করে উত্তরদাতাদের অর্থ প্রদানের নির্দেশ ন্যায়পরায়ণ এবং অবৈধ দ্বারা করা ক্ষতির জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং আবেদনকারীদের জমি জোরপূর্বক অধিগ্রহণ;

১১. বিজ্ঞ বিচারক বিস্তারিত রায়ের মাধ্যমে অনুমতি দেন ক্ষতিপূরণের জন্য প্রার্থনা রাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয় ২০১৩ আইনের পরিপ্রেক্ষিতে রিট আবেদনকারীরা। অপারেটিভ বিজ্ঞ বিচারকের আদেশের অংশটি নিম্নরূপ:-

"অস্থায়ী ধারা ৪(১ক) এর অধীনে নোটিশের সারসংক্ষেপ করতে ২৪শে নভেম্বর, ১৯৯৫ এ আইনটি বাতিল হয়ে যায় কারণ কোন রায় ছিল না ধারা ৭ক এ নির্দেশিত সময়ের মধ্যে প্রকাশিত আইন, এমনকি উপধারা ৩ক এবং ৩খ এর প্রবর্তন আইন ১, ১৮৯৪ এর ধারা ৯ বিলোপ নোটিশ সংরক্ষণ করে না সাবিত্রী দেবীর ক্ষেত্রে বিশেষ বেঞ্চের দ্বারা অনুষ্ঠিত হিসাবে (সুপ্রা)। নোটিশটি আইন ১, ১৮৯৪ এর ধারা ৯ এর উপধারা ৩খ-এর অধীনে জারি করা হয়েছে বলে দাবি করা বাতিল হয়েছে

এবং অবৈধ বিলম্বিত নোটিশের মেয়াদ বৃদ্ধি করে না। স্বীকার্য, এখনও পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ এবংরিকুইজিশন দেওয়া হয়নি অস্থায়ী জীবনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে চলতে পারে না আইন। যেহেতু এরই মধ্যে আবেদনকারীর জমি হয়েছে সংযোগকারী নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত, এটা কষ্ট হবে আবেদনকারীকে জমি ফেরত দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের উপর উদ্দেশ্য এখনও বিদ্যমান।

এইভাবে রাজ্যকে ২০১৩ আইনের অধীনে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই আদেশের তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে এবং পরিশোধ করুন অনুযায়ী যথাযথ ক্ষতিপূরণ বিধান অনুযায়ী পূর্বোক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত।"

১২. সংক্ষুব্ধ হয়ে, রাষ্ট্র রিটে বিবাদী পিটিশন এই আপিলের মাধ্যমে এসেছে।

১৩. আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে ১৮৯৪ আইনে ধারা ৯(৩-খ) অন্তর্ভুক্ত করার প্রভাব হল, এমনকি যদি ১৯৪৮ সালের আইনের জীবনও মার্চে শেষ হয়ে যায় ৩১, ১৯৯৭, ধারা ৪(১a) এর অধীনে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটি ১৯৪৮ আইন টিকে ছিল এবং কালেক্টর এর সাথে এগিয়ে যেতে পারে ১৮৯৪ আইনের ধারা ৯(৩খ) এর অধীনে অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া। তিনি ধারা ৯(৩খ) এর অধীনে নোটিশ জারি জমা দিয়েছেন ১৮৯৪ আইনের অর্থ রাজ্যে জমি ন্যস্ত করা যেহেতু এটি ধারা ৪,৫ এর বিধান বলে মনে করা হবে, ১৮৯৪ সালের আইনের ধারা ৫ক, ৬, ৭, ৮ এবং ১৬ মেনে চলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞ আইনজীবী এ সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন সতেন্দ্রের মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের প্রসাদ জৈন ও অন্যরা বনাম ইউপি রাজ্য ও অন্যরা, রিপোর্ট করা হয়েছে

১৯৯৩ (৪) এস সি সি ৩৬৯। শেখা কাউন্সেল এছাড়াও উল্লেখ করা হয়েছে ইন্দোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত বনাম মনোহরলাল ও অন্যরা (২০২০) ৮ এস সি সি ১২৯ এ রিপোর্ট করা হয়েছে। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের রায়ের প্রতিও উল্লেখ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম সবিতা মামলায় আদালত মন্ডল ২০১১ এ রিপোর্ট করেছেন (৩) সি এইচ এন (ক্যাল) ৫৫৫ এর সমর্থনে প্রস্তাব যে রাজ্য কর্তৃপক্ষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় মামলা হিসাবে ১৮৯৪ আইনের ধারা ৯ (৩ক) বা ৯ (৩খ) প্রয়োগ করুন হতে পারে, অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে এবং তাই এটি বলা যায় না যে ১৯৪৮ সালের আইনটি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল এর মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

১৪. বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা করা পরবর্তী দাখিল ছিল যে যেখানে ১৯৪৮ আইনের ধারা ৪(১ক) বলা হয়েছিল, ধারা ৭ক যে আইনের মধ্যে রায় প্রকাশের প্রয়োজন নির্ধারিত সময়কাল, প্রযোজ্য হবে না।

১৫. বিদগ্ধ অ্যাডভোকেটের তৃতীয় দাখিলটি ছিল সেই থেকে ১৮৯৪ সালের অধীনে অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি আইন, ২০১৩ সালের আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী, এর বিধান এই মামলার বাস্তবতায় ২০১৩ সালের আইন প্রযোজ্য হবে না। এই সংযোগ, বিজ্ঞ আইনজীবী দুটি ডিভিশন বেঞ্চের উপর নির্ভর করেছিলেন এই আদালতের রায়গুলি যথাক্রমে এম এ টি নং-এ রেন্ডার করা হয়েছে। ২০১৬-এর ৮৬ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবংঅন্যরা নীলাদ্রি চ্যাটার্জি এবং অন্যরা) এবং ২০১৮ সালের এম এ টি নং ১৫৪৫ (রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যরা বনাম শ্রী শক্তিপদ সাহা চৌধুরী এবং অন্যরা)।

১৬. শেখা কৌঁসুলি তারপর জমা দিয়েছেন যে পর্যবেক্ষণ সবিতা মণ্ডলের মামলায় এই আদালতের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ

(সুপ্রা), এর অধীনে জারি করা নোটিশের ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের আইনের ধারা ৪(১ক), যদি রায় না দেওয়া হয় ১৯৯৪ সালের ৩১ মার্চ থেকে এক বছর, তারপর নোটিশগুলি বাতিল হয়ে যায় 'ইনকিউরিয়াম' প্রতি ফুল বেঞ্চ আমলে নেয়নি আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান বা সিদ্ধান্তের অনুপাত সতেন্দ্র প্রসাদ জৈন (সুপ্রা)।

১৭. আরো দাখিল করা হয় যে, এর সিদ্ধান্ত ২০১৮ সালের এম এ টি ১৫৪৫-এ এই আদালতের সমন্বয় বেঞ্চ, এটির একটি সমন্বয় বেঞ্চ দ্বারা ১২ এপ্রিল, ২০২২-এ রেন্ডার করা হয়েছে আদালত, ২০১৮-এর এম এ টি ১৫৪৫-এ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যরা বনাম শক্তি পদ সাহা চৌধুরী এবং অন্যরা) এটি বাধ্যতামূলক এজলাস।

১৮. জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা করা ষষ্ঠ দাখিল আপিলকারীরা ছিলেন সাধারণ ধারা আইনের ৬ ধারা, এই মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য এবং অতএব অনিবার্য উপসংহার হল যে কি প্রযোজ্য গণনার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে ক্ষতিপূরণ হল সেইগুলি যা ১৮৯৪ আইনের অধীনে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের পর্যায়।

১৯. অবশেষে দাখিল করা হল যে বর্তমান রিট পিটিশন বিজ্ঞ বিচারক দ্বারা বরখাস্ত করা উচিত ছিল ঘাটতি এবং একা বিলম্বের স্থল।

২০. উত্তরদাতা/রিট পিটিশনকারীদের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী, ঘটনার প্রকৃত পটভূমি বর্ণনা করার পর যা হয় আমরা উপরে নথিভুক্ত হিসাবে একই, সম্পূর্ণ উল্লেখ করা হয়েছে সবিতা মণ্ডলের মামলায় আদালতের এই রায় (সুপ্রা)। তিনি তার বক্তব্যের সমর্থনে সেই মামলাটি উল্লেখ করেছেন

যে নোটিশ ১৯৪৮ আইনের ধারা ৪(১ক) এর অধীনে জারি করা হয়েছে যেটি আইনের ধারা ৭ক- র অসম্মতির জন্য শেষ হয়ে গেছে, ১৮৯৪ সালের ধারা ৯(৩খ) প্রয়োগ করে পুনরুজ্জীবিত করা যায়নি আইন। বিদগ্ধ কাউন্সেলও এর একটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন শ্রীমতীর মামলায় আদালত মান্দদরি ভাকাত এবং অন্যান্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য, এ আই আর ২০১৩ ক্যাল ১ এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

২১. বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে আপাতদৃষ্টিতে রয়েছে ১৮৯৪ আইনের ধারা ১১ক এবং ধারার মধ্যে পার্থক্য ১৯৪৮ আইনের ধারা ৭ক যদি সময়ের মধ্যে রায় না দেওয়া হয় ১৯৪৮ আইনের ধারা ৭ক দ্বারা নির্ধারিত সীমা, বিজ্ঞপ্তি উল্লিখিত আইনের ধারা ৪(১ক) এর অধীনে বাতিল হয়ে যাবে। যদি ন্যস্ত করা হয় এটি একটি শর্তাধীন এবং স্থায়ী প্রকৃতির নয়, এটি হতে পারে না এই ধরনের নোটিশ ব্যবধান পরে সুরক্ষিত করা। ধারা ৪(১ক) অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের আইনের, দখল হিসাবে নেওয়া হয় না এর একটি আদেশের অধীনে দখল ইতিমধ্যেই রাজ্যের কাছে রয়েছে অনুরোধ অতএব, মুহূর্ত অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি বিলীন হয়ে গেছে, জমির দখল ফিরে আসেনি মালিক এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুরোধের আদেশ পুনরুজ্জীবিত করবে এবং একটি জারি করার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোন বাঁধন ছিল না ১৯৪৮ এর ধারা ৪(১ক) এর অধীনে অধিগ্রহণের নতুন বিজ্ঞপ্তি নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে আইন করুন এবং একটি রায় প্রকাশ করুন আইনের ধারা ৭ক। এখন সেই অবস্থানে পরিবর্তন এসেছে ১৯৪৮ আইনটি তার স্বাভাবিক মৃত্যুর সাথে মিলিত হয়েছে এবং বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমনকি ১৯৪৮ সালের আইনের ৪(১ক) ধারায় নোটিশের পরও ব্যর্থ হলে, রাজ্য ধারা ৯(৩ক) এর অধীনে এগিয়ে যেতে পারত। ১৮৯৪ আইনের আহ্বানের জন্য কোন সময়সীমা প্রদান করা হয়নি

যেমন বিধান। তবে এখন ১৮৯৪ সালের আইনটি দাঁড়িয়েছে জানুয়ারী ১, ২০১৪ থেকে কার্যকরের সাথে বাতিল করা হয়েছে, যে রাস্তা রাজ্যের জন্যও উন্মুক্ত নয়।

২২. বিজ্ঞ আইনজীবী এছাড়াও একটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের মামলায় দ্য স্টেট অফ পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যরা বনাম গণেশ সামন্ত রিপোর্ট করেছেন (২০১৪) ৪ ডাবলু বি এল আর (ক্যাল) ৯৯৬। বিশেষভাবে বিজ্ঞ আইনজীবী আদালতের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে:- ".... কখন নোটিশটি বাতিল হয়ে গেছে, আমরা যে শিরোনামটি ছিল তা ধরে রাখতে পারি না ধারা ৪(১ক) এর অধীনে আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাছে ন্যস্ত উল্লিখিত আইন রাষ্ট্রের কাছেও বহাল থাকবে রাষ্ট্র উত্তরদাতা অধীন রায় প্রকাশ করতে ব্যর্থ হওয়ার পর উক্ত আইনের ধারা ৭ক, সংবিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে।

২৩. তখন বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট দাখিল করেন যে সেখানে একটি অস্থায়ী আইন এবং একটি স্থায়ী আইনের মধ্যে পার্থক্য। অস্থায়ী আইনটি সময়ের জন্য কার্যকর হওয়ার পরে মেয়াদ শেষ হয়ে যায় যে সময়ের জন্য এটি কাজ করার কথা ছিল। এটা দাঁড়িয়েছে বিলুপ্ত একটি স্থায়ী আইন, যদি বাতিল করা হয়, সাধারণত সংরক্ষণ করে কর্ম, অধিকার, বিশেষাধিকার, কার্যপ্রণালী, অনুসন্ধান ইতিমধ্যেই যে আইনের বিধানের অধীনে শুরু হয়েছে। যদি একটি অস্থায়ী আইন এটি সম্পূর্ণ সময় মাধ্যমে কাজ করার আগে বাতিল করা হয় সময়কাল, সাধারণ ধারা আইনের ধারা ৬ প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু তাই না, যখন অস্থায়ী আইন তার পূর্ণ মেয়াদ চালায় এবং স্বাভাবিক মৃত্যুর সাথে মিলিত হয়। একটি অস্থায়ী আইন মুহূর্ত মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, এর অধীনে আরম্ভ করা কার্যক্রম হতে পারে না অব্যাহত থাকে যদি না প্রকাশ্য বিধান থাকে যা সংরক্ষণ করে যারা কার্যক্রম. বর্তমান মামলার নোটিশে

রায় এর মধ্যে তৈরি না হওয়ায় অধিগ্রহণ বাতিল হয়ে গেছে ১৯৪৮ সালের আইনের ৭ক ধারায় সময় নির্ধারিত ছিল না ১৮৯৪ আইনের ধারা ৯(৩ক) এর আহ্বানের মাধ্যমে পুনরুত্থিত। এ প্রসঙ্গে জানতে পেরে অ্যাডভোকেটের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করেন মেসার্স ফাইবার বোর্ডের ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ব্যাঙ্গালোর বনাম আয় কমিশনার ট্যাক্স, ব্যাঙ্গালোর, রিপোর্ট করেছে (২০১৫) ১০ এস সি সি ৩৩৩।

২৪. বিজ্ঞ আইনজীবী তারপর দাখিল যে রাষ্ট্র পারে না এই রিট বলে নিজের অন্যায়ের সুযোগ নেয় আবেদনকারীরা বিলম্ব এবং ঘাটতির জন্য দোষী। এই সংযোগে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করা হয়েছিল: -

(i) রাম চাঁদ ও অন্যরা বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যরা, রিপোর্ট ১৯৯৩ সালের এ আই আর এস সি ডাবলু ৩৪৭৯।

(ii) তুকারাম কানা জোশী ও অন্যরা বনাম মহারাষ্ট্র শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং অন্যরা রিপোর্ট ২০১২ এ আই আর এস সি ডাবলু ৬৩৪৩।

(iii) ব্যাঙ্গালোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং আরেকজন বনাম কর্ণাটক রাজ্য এবং অন্যরা সি এ নাম্বর (এস) এ রিপোর্ট করা হয়েছে ২০১৮ সালের ৭৬৬১-৭৬৬৩।

(iv) হরিয়ানা রাজ্য শিল্প ও অবকাঠামো ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যরা বনাম দীপক আগরওয়াল ও অন্যরা, এসএলপি (সি) নং ১৬৬৩১-১৬৬৩২/২০১৮ এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

২৫. উপরোক্ত দাখিলের আলোকে রিট আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন, রাষ্ট্র রিটে জমি ফেরত দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই আবেদনকারী এবং রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য

জমির জন্য রিট আবেদনকারী, একমাত্র পথ খোলা রাজ্য অনুযায়ী অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে আইনের সাথে বর্তমানে একমাত্র উপলব্ধ আইন হল ২০১৩ আইন।

২৬. আমি প্রতিদ্বন্দ্বীকে দলগুলোর বিরোধ নিয়ে আমার উদ্বিগ্ন বিবেচনা দিয়েছি।

২৭. শুরু করতে, ১৯৪৮ আইনের উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে পারে সহায়ক যে বস্তুর জন্য আইনটি প্রবর্তন করা হয়েছিল তার ইচ্ছা আইনের প্রস্তাবনা থেকে প্রদর্শিত হয় যা পড়ে নিম্নরূপ:-

"রিকুইজিশন এবং দ্রুত অধিগ্রহণের জন্য একটি আইন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে জমি।

যেহেতু এটি অনুরোধের জন্য প্রদান করা সমীচীন এবং রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে জমির দ্রুত অধিগ্রহণ সম্প্রদায়ের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ এবং পরিষেবা, মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে বাণিজ্যিক এস্টেট এবং শিল্প এস্টেট প্রতিষ্ঠা বিভিন্ন এলাকায়, পরিবহন জন্য উপযুক্ত সুবিধা প্রদান, যোগাযোগ, সেচ বা নিষ্কাশন এবং আরও ভাল তৈরি করা নির্মাণ দ্বারা শহুরে বা গ্রামীণ এলাকায় বসবাসের অবস্থা বা এই ধরনের এলাকায় বা জন্য বসবাসের স্থান পুনর্গঠন এর সাথে সংযুক্ত এবং আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য।"

২৮. প্রাথমিকভাবে, ১৯৪৮ আইন শুধুমাত্র রিকুইজিশনের জন্য প্রদান করে জমি এ ধরনের অধিগ্রহণের কোনো বিধান আইনে ছিল না অধিগ্রহণকৃত জমি। আইনের ধারা ৩(১) ক্ষমতা দিয়েছে কোনো জমি অধিগ্রহণ করলে রাজ্য সরকার সরকারের অভিমত ছিল এটা করা দরকার তাই জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ এবং পরিষেবা বজায় রাখার জন্য

সম্প্রদায়ের বা কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের জন্য সুযোগ বিভিন্ন এলাকায় এস্টেট এবং শিল্প এস্টেট বা জন্য পরিবহন, যোগাযোগের জন্য যথাযথ সুবিধা প্রদান, সেচ বা নিষ্কাশন, বা উন্নত জীবনযাত্রার সৃষ্টির জন্য গ্রামীণ বা শহুরে এলাকার অবস্থা, শিল্প নয় বা রাজ্য সরকার দ্বারা বাদ দেওয়া অন্যান্য এলাকা এই পক্ষে প্রজ্ঞাপন, নির্মাণ দ্বারা বা এই ধরনের এলাকায় বা জন্য বসবাসের স্থান পুনর্গঠন এর সাথে সংযুক্ত বা আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য।

২৯. আইনের ধারা ৪(১) যেমনটি প্রাথমিকভাবে দাঁড়িয়েছিল, তা প্রদান করে "যেখানে ধারা ৩ এর অধীনে কোন জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, প্রাদেশিক সরকার এটি ব্যবহার বা মোকাবেলা করতে পারে যেভাবে এটি সমীচীন বলে মনে হতে পারে এবং হতে পারে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করে এই ধরনের জমি অধিগ্রহণ করা, যে প্রভাব প্রাদেশিক সরকার আছে নোটিশ এই ধারা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" এই উপধারা একটি নতুন বিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে যা ধারা ৪ এর বর্তমান উপধারা ১ এবং ধারা ৪(১ক) পশ্চিমবঙ্গ আইন ৮ দ্বারা ১৯৪৮ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ১৯৫৪। সংশোধনীর পর, উপধারা (১) এবং (১a) এর অধ্যায় ৪ নিম্নরূপ পড়া: -

৪. জমি অধিগ্রহণ - (১) যেখানে কোন জমি আছে ধারা ৩ এর অধীনে অনুরোধ করা হয়েছে, রাজ্য সরকার পারে উল্লেখিত কোন উদ্দেশ্যে এই ধরনের জমি ব্যবহার বা লেনদেন ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর কাছে যা মনে হতে পারে সমীচীন।

(১ক) রাজ্য সরকার যেকোনো জমি অধিগ্রহণ করতে পারে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ধারা ৩ এর অধীনে অনুরোধ করা হয়েছে সরকারী গেজেট যে এই ধরনের জমি জনসাধারণের জন্য প্রয়োজন ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখ করা উদ্দেশ্য।"

ধারা ৪(২) প্রদান করে যে "যেখানে পূর্বোক্ত হিসাবে একটি নোটিশ আছে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত, অধিগ্রহণকৃত জমি হবে, দিনের শুরুতে এবং থেকে যার উপর বিজ্ঞপ্তি তাই প্রকাশ করা হয়, সম্পূর্ণরূপে রাজ্যের মধ্যে ন্যস্ত করা হয় সরকার সকল দায়মুক্তি এবং সময়কাল থেকে এই ধরনের জমি অধিগ্রহণ শেষ হবে।

৩০. ১৯৪৮ সালের আইনের ৭ ধারা নির্ধারণের জন্য প্রদত্ত কালেক্টর কর্তৃক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, যাকে প্রদান করতে হবে ধারা ৪ এর অধীনে অধিগ্রহণকৃত জমিতে আগ্রহী ব্যক্তিরা।

৩১. প্রাথমিকভাবে ১৯৪৮ সালে কোন সময়সীমা নির্ধারিত ছিল না আইন যার মধ্যে কালেক্টরকে একটি তৈরি করতে হবে আইনের ধারা ৭(২) এর অধীনে রায়। পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা জমি (অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯৬, ১৯৪৮ সালের আইনে ধারা ৭ক ঢোকানো হয়েছিল। ধারা ৭ক আছে উপরে এখানে সেট করা হয়েছে. এই সংশোধনী কার্যকর ছিল ১ এপ্রিল, ১৯৯৪ থেকে।

৩২. ১৯৪৮ আইনটি ৩১ মার্চ, ১৯৯৭-এ তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। অন্য কথায়, সময়ের প্রবাহে সেই আইনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে ১ এপ্রিল, ১৯৯৭ থেকে কার্যকর।

৩৩. ১৮৯৪ সালের আনে একটি সংশোধনী আনা হয়েছিল জমি অধিগ্রহণ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) আইন, ১৯৯৭ দ্বারা যে সংশোধনী, উপধারা (৩ক) এবং (৩খ) সন্নিবেশ করা হয়েছে ১৮৯৪ সালের আইনের ৯ ধারার উপধারা ৩ এর পরে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে আবেদন। এটি করা হয়েছিল ১৯৪৮ এর অধীনে শুরু হওয়া অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করুন কিন্তু সেই আইনের স্বাভাবিক মৃত্যুর আগে সম্পূর্ণ হয়নি ১ এপ্রিল, ১৯৯৭ থেকে কার্যকর এর ধারা ৯(৩ক) এবং ৯(৩খ) ১৮৯৪ আইনটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

৩৪. বর্তমান ক্ষেত্রে, ধারা ৪ (১ক) এর অধীনে অধিগ্রহণের নোটিশ ১৯৪৮ আইনের ২৪ নভেম্বর, ১৯৯৩ এ পরিবেশিত হয়েছিল। রায়টি তার ৩ বছরের মধ্যে প্রকাশ করা দরকার ছিল ১৯৪৮ আইনের ধারা ৭ক অনুযায়ী। স্বীকার্য, কোনো আদেশ ছিল না সেই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত। অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি ১৯৪৮ সালের আইনের ধারা ৪(১ক) এর অধীনে তাই বাতিল হয়ে গেছে।

৩৫. ১৮৯৪ আইনের ধারা ৯(৩খ) এর অধীনে নোটিশ প্রদান, ১৯৪৮ আইনের ৪(১a) ধারার অধীনে রিকুইজিশনের একটি বিলম্বিত নোটিশ পুনরুজ্জীবিত করে না। মামলায় পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের এই সিদ্ধান্ত সবিতা মন্ডল, (সুপ্রা), স্পষ্টভাবে তাই বলেছেন। একই প্রভাবে গণেশের ক্ষেত্রে একটি সমন্বয় বেঞ্চের সিদ্ধান্ত সামন্ত (সুপ্রা)।

৩৬. এর মধ্যে সংযোগ এক প্রাসঙ্গিক নোট করতে পারে সবিতায় আমাদের আদালতের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ মন্ডলের মামলা:-

"১৫. পক্ষের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী শোনার পর এবং উভয়ের উপরোক্ত বিধানের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর সংবিধি, আমরা এটি পশ্চিমবঙ্গের গুণে খুঁজে পাই জমি (রিকুইজিশন এবং অধিগ্রহণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯৬, যা ১,এপ্রিল ১৯৯৪, থেকে কার্যকর হয়েছে বলে মনে করা হয়। একটি করতে কালেক্টরের উপর একটি দায়িত্ব নিক্ষেপ করা হয় একটি সময়ের মধ্যে ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে আদেশ

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে তিন বছর পর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১a) এর অধীনে সরকারী গেজেট এবং যদি এই ধরনের রায় পূর্বোক্ত সময়ের মধ্যে করা হয় না, বলেছেন নোটিশ বাতিল করা উচিত। এটি সেখানে আরো প্রদান করা হয়েছে যে একটি ক্ষেত্রে যেখানে উল্লিখিত নোটিশ প্রকাশিত হয়েছিল পশ্চিম শুরু হওয়ার দুই বছরেরও বেশি সময় আগে বেঙ্গল ল্যান্ড (অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪, রায় এক বছরের মধ্যে করা উচিত সেই আইনের প্রবর্তনের তারিখ থেকে, তারিখ সেই আইনের সূচনা হচ্ছে ৩১ মার্চ, ১৯৯৪।

১৬. এইভাবে, পূর্বোক্ত সংশোধনী আইনের প্রভাব ১৯৯৬ ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১ক) এর অধীনে কোন নোটিশ ছিল যা ইতিমধ্যে ৩১ মার্চের আগে জারি করা হয়েছিল, ১৯৯২, এবং কালেক্টর কোন রায় পাস করতে ব্যর্থ হয়েছে ৩১ মার্চ, ১৯৯৫ এর মধ্যে, সেই নোটিশগুলি শেষ হয়ে যাবে; যেখানে ৩১ মার্চের পরে জারি করা নোটিশের ক্ষেত্রে, ১৯৯২ সাল থেকে তিন বছরের মধ্যে রায়টি পাস করতে হবে ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১ক) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ সাথে আরও শর্তাবলী, যেটি ডিফল্ট উপরে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে রায় প্রদান, ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১ক) এর অধীনে সেই বিজ্ঞপ্তিগুলি জারি করা শেষ হবে।

১৭. দেখা যাচ্ছে যে ১ এপ্রিল, ১৯৯৭ থেকে কার্যকর হবে, ভূমি অধিগ্রহণ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) আইন, ১৯৯৭ কার্যকর হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে

বিধান, প্রধান আইনের ধারা ৯ এ, উপ-ধারা (৩) পরে দুটি উপধারা যেমন। (৩ক) এবং (৩খ) ঢোকানো হয়েছিল।

১৮. উপ-ধারা (৩ক) অনুসারে কালেক্টর ছিলেন দত্ত হিসাবে একই প্রভাব নোটিশ পরিবেশন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সকল বিষয়ে প্রিন্সিপাল অ্যাক্টের ধারা ৯ এর উপ-ধারা ৩ক-এ এই ধরনের ব্যক্তি পরিচিত বা কোন আগ্রহী হতে বিশ্বাস করা হয় জমি, বা তাই আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য কাজ করার অধিকারী হতে, যেটির দখল ইতিমধ্যেই রিকুইজিশনে নেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ জমির ধারা ৩ক এর অধীনে (রিকুইজিশন এবং অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৪৮, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা পুনঃপ্রণীত ভূমি (অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণ) পুনঃপ্রণয়ন আইন, ১৯৭৭, এবং, এই ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এর বিধান ধারা ৪, ধারা ৫, ধারা ৫ক, ধারা ৬, ধারা ৭ এবং আইনের ধারা ৮ মেনে চলা হয়েছে বলে গণ্য হবে সুনির্দিষ্ট শর্তে যে এই উপ-এর অধীনে নোটিশের তারিখ বিভাগের উদ্দেশ্যে রেফারেন্স তারিখ হতে হবে এই আইনের অধীন এই ধরনের জমির মূল্য নির্ধারণ করা যখন কালেক্টর ধারা ১১ এর অধীনে একটি রায় তৈরি করেছেন ন্যস্ত এই ধরনের কোন জমির সম্মান, এই ধরনের জমি, এই ধরনের রায়ের উপর, সরকারে একেবারে সকলের থেকে মুক্ত বোঝাপড়া একইভাবে, উপ-ধারা (৩খ) অনুমোদন করে কালেক্টর এই ধরনের সব একই প্রভাব নোটিশ পরিবেশন পরিচিত বা বিশ্বাস করা ব্যক্তি যে কোন জমিতে আগ্রহী, বা তাই আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য কাজ করার অধিকারী হবে, দখল যার অধীনে ইতিমধ্যেই রিকুইজিশন নেওয়া হয়েছে উল্লিখিত আইনের ধারা ৩, এবং এই ধরনের অধিগ্রহণের জন্য নোটিশ এ উল্লিখিত আইনের ধারা ৪ উপ-ধারা (১ক) এর অধীনে জমিও প্রকাশিত হয়েছে

এবং, এই ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, ধারা ৪, ধারা ৫, ধারা ৫ক, ধারা ৬ এর বিধান, এই আইনের ধারা ৭, ধারা ৮ এবং ১৬ ধারা হবে আরও শর্তাবলী মেনে চলা হয়েছে বলে মনে করা হয়েছে উল্লিখিত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১ক) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ এর জন্য রেফারেন্সের তারিখ হবে এই ধরনের জমির মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্য এই আইন।

১৯. এইভাবে, ভূমি অধিগ্রহণের প্রভাব (পশ্চিমবাংলা সংশোধন) আইন, ১৯৯৭ যা এসেছে ৩১ মার্চ, ১৯৯৭ এর মধ্যরাতে অপারেশন এবং ১ এপ্রিল, ১৯৯৭ উপ-ধারার অধীনে সেই সমস্ত নোটিশগুলিকে বাধা দেয় ১ এপ্রিল, ১৯৯৪-এর পরে জারি করা ধারা ৪-এর উপধারা (১ক) বাতিল হওয়া থেকে অধীনে একটি নোটিশের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবনের সুযোগ প্রদান করে উক্ত আইনের ধারা ৯ এর ধারা (৩খ) যদি রায় না থাকত প্রকাশের তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে পাস করা হয়েছে এই ধরনের নোটিশের এবং যা অন্যথায় বিলোপ হবে যদি বলেন ১৯৯৭ সালের আইন মধ্যরাতে কার্যকর হবে না ৩১ মার্চ, ১৯৯৭ এর।

২০. যাইহোক, অধীন সেই নোটিশের ক্ষেত্রে ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১ক) যা আগে জারি করা হয়েছিল ৩১ মার্চ, ১৯৯২ এবং যার সম্মানে কোন রায় দেওয়া হয়নি ৩১ মার্চ, ১৯৯৫ এর মধ্যে পাস হয়েছে, সেই নোটিশগুলি ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে এবং ভূমি অধিগ্রহণ আইনের সংশোধনী আইন ১৯৯৭ দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা দ্বারা, কোন বিধান করা হয়নি ইতিমধ্যে ল্যাপ হয়ে যাওয়া নোটিশের পুনরুজ্জীবনের জন্য

৩১ মার্চ, ১৯৯৭-এর বিধান না মেনে চলার জন্য ১৯৯৬ সালের সংশোধনী আইন। ১৯৯৭ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১ক) এর অধীনে শুধুমাত্র সেই নোটিশগুলি যা ৩১ মার্চ, ১৯৯৭ এর মধ্যরাতে বা শেষ হয়ে যেত পরবর্তী তারিখগুলি সংরক্ষণ করা হয়েছে।"

৩৭. এমনকি ১৯৪৮ আইনের ধারা ৪(১ক) এর অধীনে নোটিশের পরেও ব্যর্থ হলে সরকার অধিগ্রহণ পুনরুজ্জীবিত করতে পারত ধারা ৯ (৩ক) এর অধীনে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে কার্যক্রম ১৮৯৪ আইন। এই ধরনের পরিষেবার জন্য কোন সময়কাল নির্ধারিত ছিল না নোটিশ তবে এর জীবদ্দশায় তা করা হয়নি ১৮৯৪ আইন। এরপর আর সেটা করা সম্ভব হয়নি ১ জানুয়ারী, ২০১৪, যে তারিখ থেকে কার্যকর হয় ১৮৯৪ আইনটি বাতিল হয়ে যায় এর জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী এর পরামর্শ রাষ্ট্র যে ১৮৯৪ সালের আইন বাতিল করার পরেও বর্তমান মামলা, সেই আইনের অধীনে কার্যক্রম চলতে পারে সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য। এমন দৃশ্যের কথা ভাবা হচ্ছে শুধুমাত্র ২০১৩ আইনের ধারা ২৪(১) (খ) এর অধীনে যা ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার যে কোন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে ১৮৯৪ আইনের অধীনে শুরু হয়েছে, যেখানে ধারার অধীনে একটি রায় এরপর ১১টি আইনে এ ধরনের মামলা করা হয়েছে সেই আইনের বিধানের অধীনে চলতে থাকবে, যেন সেই আইন বাতিল করা হয়নি। বর্তমান ক্ষেত্রে, স্বীকার করে না রায় কখনও করা হয়েছে। ২০১৩ এর যেকোন ইভেন্টে ২৪ ধারা যেহেতু অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ছিল আইন প্রযোজ্য হবে না ১৮৯৪ আইনের অধীনে শুরু করা হয়নি।

৩৮. পূর্বোক্ত পরিস্থিতিতে, একমাত্র আদেশ থাকতে পারে উত্তীর্ণ হল এক যে বিজ্ঞ একক বিচারক দ্বারা পাস করা হয়েছে।

রাষ্ট্র ধরে রাখতে পারে না বিবাদী/রিট আবেদনকারীদের জমি পরিশোধ না করে রিট পিটিশনকারীদের জন্য ক্ষতিপূরণ পরবর্তী কারণে আইনের প্রক্রিয়া।

৩৯. রাষ্ট্রের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল সতেন্দ্র প্রসাদের মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট জৈন ও অন্যরা (সুপ্রা)। সেই ক্ষেত্রে অনুপাত হল যে সরকার অধীনে অধিগ্রহণ থেকে প্রত্যাহার করতে পারে না ১৮৯৪ সালের আইনের ৪৮ ধারা একবার এটি দখলে নেয় সেই আইনের ধারা ১৭ এর অধীনে জমি। যখন ধারা ১৭(১) এর ১৮৯৪ আইনটি জরুরী কারণে, সরকার আহ্বান করা হয়েছে তৈরির আগে জমির দখল নেয় ধারা ১১ এর অধীনে রায় এবং তারপর মালিক হয় স্বত্বটি সেই জমির কাছে হস্তান্তর করে যা তারপরে ন্যস্ত হয় সরকার ১৮৯৪ আইনের ১১ক ধারা প্রযোজ্য নয় ধারা ১৭ এর অধীনে অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, এই ধরনের ক্ষেত্রে রায়ের কোন প্রয়োজন নেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কালেক্টর। অত্যন্ত সম্মানের সাথে, মামলার কোন পদ্ধতি নেই বর্তমান মামলার তথ্যের প্রয়োগ।

৪০. রাষ্ট্রের জন্য বিদগ্ধ আইনজীবীর উপরও নির্ভর করে উপরে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্ত ইন্দোর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, সুপ্রার মামলা। সেই মামলা বর্তমান মামলার ঘটনার সাথেও এর কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। আইন ॥ ১৯৪৮ সালের এই মামলায় জড়িত ছিলেন না।

৪১. রাষ্ট্রের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর দাখিল যে যেখানে ১৯৪৮ আইনের ধারা ৪(১ক) বলা হয়েছিল, ধারা ৭ক

যে আইনের মধ্যে রায় প্রকাশ করতে হবে সেই ধারায় নির্দেশিত সময়কাল, প্রযোজ্য হবে না, হল সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং শুধুমাত্র প্রত্যাখ্যান করা উল্লেখ করা হয়। ধারা ৭ক নিজেই ধারা ৪ (১ক) কে নির্দেশ করে এবং এটি প্রদান করে ধারা ৪(১ক) এর অধীনে নোটিশটি বাতিল হয়ে যাবে যদি রায় না হয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কালেক্টর কর্তৃক প্রণীত ধারা ৭ক।

৪২. রাষ্ট্রের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি উপস্থাপনে সঠিক ছিলেন যে ২০১৩ আইনের ২৪ ধারা বাস্তবে প্রযোজ্য হবে না যেহেতু এই মামলায় অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ছিল না ১৮৯৪ আইনের অধীনে শুরু হয়েছে। যাইহোক, তার মানে না যে হিসাবে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বিধান ২০১৩ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না ব্যতীত অন্য একটি আইনের অধীনে অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১৮৯৪ আইন কিন্তু যেখানে এই ধরনের কার্যপ্রণালী অতিক্রান্ত হয়েছে। ২০১৩ আইনের ২৪ ধারা মূলত একটি সঞ্চয় ধারা এবং অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিকে শেষ হওয়া থেকে বাঁচায় তাতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, আর কিছু কম নয়।

৪৩. রাষ্ট্রের তরফ থেকে যে বিষয়গুলিকে অনুরোধ করা হয়েছে তার কোনোটিই যোগ্যতা নেই।

৪৪. বিলম্বের বিন্দু বা অংশে ঘাটতি সংক্রান্ত হিসাবে উত্তরদাতা/রিট আবেদনকারী, জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা অনুরোধ করা হয়েছে রাষ্ট্র, আমি পুনরুত্পাদন করার চেয়ে ভাল আর কিছু করতে পারি না অনুচ্ছেদে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্রে ১২.১২, ১২.১৩, ১২.১৪ বিদ্যা দেবী বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্যের এবং অন্যরা (২০২০) ২ এস সি সি ৫৬৯ এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

"১২.১২। বিবাদটি রাজ্য দ্বারা অগ্রসর হয়েছে আদালতে যাওয়ার ক্ষেত্রেও আপিলকারীর বিলম্ব ও লাঠিচার্জ প্রত্যাখ্যাত হতে দায়বদ্ধ। বিলম্ব এবং ঘাটতির মধ্যে উত্থাপিত করা যাবে না ক্রমাগত কর্মের একটি কারণের ক্ষেত্রে, বা যদি পরিস্থিতি হয় আদালতের বিচার বিভাগীয় বিবেককে ধাক্কা দেয়। এর সমবেদনা বিলম্ব বিচারিক বিবেচনার বিষয়, যা হতে হবে সত্য এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে একটি মামলার পরিস্থিতি এটি লঙ্ঘনের উপর নির্ভর করবে মৌলিক অধিকার, এবং প্রতিকার দাবি করা হয়েছে, এবং কখন এবং কিভাবে বিলম্ব হয়েছে। সীমাবদ্ধতার কোন সময় নেই আদালত তাদের সাংবিধানিক প্রয়োগের জন্য নির্ধারিত যথেষ্ট ন্যায়বিচার করার এখতিয়ার।

১২.১৩। যে মামলায় বিচারের দাবি তাই বাধ্যতামূলক, সাংবিধানিক আদালত তার প্রয়োগ করবে ন্যায়বিচারকে উন্নীত করার জন্য এবং একে পরাজিত না করার জন্য এখতিয়ার।

১২.১৪। তুকারাম কানা যোশী ও অন্যরা বনাম এম.আই.ডি.সি. এবং অন্যরা, (২০১৩) ১ এস সি সি ৩৫৩: (২০১৩) ১ এস সি সি (সিভ) ৪৯১, এই আদালত একই ঘটনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সময়, নিম্নলিখিত হিসাবে অনুষ্ঠিত:

"১১. এমন কিছু কর্তৃপক্ষ আছে যারা এই বিলম্বের কথা বলে এবং ঘাটতি দাবি করার অধিকার নিভিয়ে দেয়। অধিকাংশ এই কর্তৃপক্ষ পরিষেবা আইনশাস্ত্র সংক্রান্ত, অনুদান কয়েক দশক আগে তাদের সাথে করা অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ, বিধিবদ্ধ বকেয়া আদায়, শিক্ষাগত সুবিধার দাবি এবং অন্যান্য ক্যাটাগরির অনুরূপ কেস ইত্যাদি। যদিও এটা সত্য যে কিছু কর্তৃপক্ষ আছে যে বিলম্ব এবং একজন নাগরিককে প্রতিকার চাইতে বাধা দেয়, এমনকি যদি তার ৩২ বা ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে সংবিধানের, হাতে মামলা একটি ভিন্ন সঙ্গে ডিল সম্পূর্ণভাবে দৃশ্যকল্প। রাজ্যের কর্মীরা দায়িত্ব নেন আপীলকারীদের জমির দখল ছাড়া আইনের কোনো অনুমোদন। আপিলকারীরা বারবার চেয়েছিলেন ক্ষতিপূরণ সুবিধা প্রদান। রাষ্ট্রকেও হতে হবে অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে চলুন, অথবা রিকুইজিশন, বা অন্য কোন অনুমোদিত সংবিধিবদ্ধ মোড।"

৪৫. সুখ দত্ত রাত্র বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্যের ক্ষেত্রে রিপোর্ট করেছে (২০২২) ৭ এস সি সি ৫০৮, সুপ্রিম

কোর্ট আপিলকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেন যার বিরুদ্ধে ৩৮ বছর পর রিট আবেদন করেন। সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থও হয় প্রায় ছয় বছর পর হিমাচল প্রদেশের আদেশটি পাস হয় হাইকোর্ট ২০১৩ সালে হিমাচল রাজ্যের পক্ষ থেকে বিরোধ এগিয়েছে প্রদেশের দেরি ও লাঞ্ছনার কথা বলেছে সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ:-

"১৬. প্রসারিত গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা দেওয়া একজন ব্যক্তি তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির সাথে দেখা করে (মূর্ত আগে ৩১ অনুচ্ছেদে, এবং এখন একটি সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে অনুচ্ছেদ ৩০০-ক), এবং উচ্চ থ্রেশহোল্ড রাজ্যকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে জমি অধিগ্রহণের সময় প্রশ্ন থেকে যায় রাষ্ট্র কি পারবে? নিছক বিলম্ব এবং ঘাটতির ভিত্তিতে, তার আইনি এড়ানো ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাদের কাছ থেকে তাদের প্রতি দায়িত্ব বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে? এই বাস্তবতা এবং পরিস্থিতিতে, আমরা এই উপসংহারটি অগ্রহণযোগ্য এবং নিশ্চিত বলে মনে করি ন্যায্যতা এবং ন্যায্যতার ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ।

১৭. সামগ্রিকভাবে দেখা হলে, এটা স্পষ্ট যে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ, বা এর অভাব, প্রকৃতপক্ষে এটিকে আরও জটিল করেছে আপিলকারীদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে এবং তাদের বাধ্য করা হয়েছে বিলম্বে হলেও এই আদালতে যান। এর শুরু ১৯৯০-এর দশকে প্রাথমিকভাবে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুধুমাত্র ঘটেছে হাইকোর্টের নির্দেশে। এমন বিচারের পরও হস্তক্ষেপ, রাষ্ট্র শুধুমাত্র সুবিধা প্রসারিত অব্যাহত আদালতের নির্দেশনা যারা বিশেষভাবে আদালতের দ্বারস্থ হন। রাষ্ট্রের বেহায়াপনা আচরণ অধিগ্রহণ শুরু করার এই কর্ম থেকে বোঝা যায় শুধুমাত্র ১২ টির জমির ক্ষেত্রে নির্বাচনীভাবে কার্যক্রম যারা রিট আবেদনকারীরা আদালতে আবেদন করেছিলেন পূর্বের কার্যধারা, এবং অন্য জমির মালিকদের নয়, অনুসরণ করে ২৩.০৪.২০০৭ তারিখের আদেশ (অনখ সিং বনাম হিমাচাল প্রদেশ রাজ্য) এবং ২০.১২.২০১৩ (ওঙ্কার সিং বনাম রাজ্য) যথাক্রমে। এই যেভাবে, প্রতিটি পর্যায়ে, রাষ্ট্র তার এড়াতে চেয়েছিল জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের দায়িত্ব আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি।

১৮. বিলম্বের নজির রয়েছে এবং ঘাটতি যা উভয় উপায়ে উপসংহার - হিসাবে উভয় দ্বারা বিতর্কিত

বর্তমান বিরোধে পক্ষ-তবে সুনির্দিষ্ট বাস্তবতা ম্যাট্রিক্স এই আদালতের পক্ষে ওজন করতে বাধ্য করে আপীলকারী-জমি মালিক। রাষ্ট্র নিজেকে ঢাল করতে পারে না বিলম্বের স্থল এবং যেমন একটি পরিস্থিতিতে ঘাটতি; সেখানে ন্যায়বিচার করার সীমাবদ্ধতা হতে পারে না। এই আদালতে অনেক আগের ঘটনা মহারাষ্ট্র রাজ্য সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন বনাম বলওয়ান্ত নিয়মিত মোটর পরিষেবা, অনুষ্ঠিত: (এআইআর পৃষ্ঠা ৩৩৫-৩৬ প্যারা ১১)

"১১. এখন ইক্যুইটি আদালতে ঘাটতির মতবাদ একটি নয় স্বেচ্ছাচারী বা প্রযুক্তিগত মতবাদ। যেখানে এটা হবে একটি প্রতিকার দিতে কার্যত অন্যায্য, হয় পার্টি কারণ তার আচরণ দ্বারা, যা ন্যায্য হতে পারে এটি একটি মুকুবের সমতুল্য হিসাবে বিবেচিত, বা যেখানে তার দ্বারা তার আচরণ এবং অবহেলা আছে, যদিও সম্ভবত পরিত্যাগ করা হয়নি যে প্রতিকার, এখনও যা একটি পরিস্থিতিতে অন্য পক্ষ করা প্রতিকার হলে তাকে বসানো যুক্তিসঙ্গত হবে না পরবর্তীতে এই উভয় ক্ষেত্রেই দাবি করা হবে, এর ব্যত্যয় সময় এবং বিলম্ব সবচেয়ে উপাদান।

কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বস্তির বিরুদ্ধে যুক্তি থাকলে যা অন্যথায় ন্যায়সঙ্গত হবে, নিছক বিলম্বের পর প্রতিষ্ঠিত, যে বিলম্ব অবশ্যই কোনো সংবিধি দ্বারা একটি বার পরিমাণ নয় সীমাবদ্ধতা, যে প্রতিরক্ষা বৈধতা উপর চেষ্টা করা আবশ্যক নীতিগুলি যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত। দুটি অবস্থা, এই ধরনের ক্ষেত্রে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ, হয়, বিলম্বের দৈর্ঘ্য এবং ব্যবধানের সময় করা কাজের প্রকৃতি, যা উভয় পক্ষকে প্রভাবিত করতে পারে এবং ন্যায়বিচারের ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারে বা এক বা অন্য কোর্স গ্রহণে অবিচার, যতদূর পর্যন্ত প্রতিকারের সাথে সম্পর্কিত।

৪৬. এটাও লক্ষ করা যায় যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই যেখানে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট একটি জমি বিনোদন করতে অস্বীকার করেছে দেরি বা অবহেলার ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্থদের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল যে ক্ষেত্রে জমি হারানো ব্যক্তি অধিগ্রহণকে চ্যালেঞ্জ করেছিল অযথা বিলম্বের পর কার্যক্রম। এটি স্পষ্টতই কারণ এই ধরনের ব্যক্তি, তার জমি ব্যবহার করার অনুমতি না দিয়ে অবিলম্বে অধিগ্রহণ চ্যালেঞ্জ, নিজেকে ডিসএনটাইটেল অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ থেকে তবে এমন ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের দাবি করা যাবে না বিলম্বের কারণে রাষ্ট্রের কাছে পরাজিত।

৪৭. বর্তমান মামলার তথ্যে, রাষ্ট্রের রয়েছে রিট আবেদনকারীদের তাদের সম্পত্তি ছাড়াই বঞ্চিত করা হয়েছে আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং কোনো অর্থ প্রদান ছাড়াই ক্ষতিপূরণ-যা আসলেই বাজেয়াপ্ত করার একটি কাজ রাষ্ট্রকে যুক্তি দেখানোর অনুমতি দেওয়া যাবে না যে বিলম্বের উপর রিট আবেদনকারীদের অংশ আদালতের কাছে যাবে রাষ্ট্রের উপর বৃহত্তর আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেয় এরই মধ্যে ২০১৩ আইন কার্যকর হয়েছে এবং ক্ষেত্র ধরে রাখে। রাষ্ট্র যদি সে অনুযায়ী কাজ করত আইন, এটি অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা এড়াতে পারে, যদি যে কোনো, ক্ষতিপূরণের কারণে এটির উপর চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে ২০১৩ আইনের বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে গণনা করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একজনের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে সমন্বয় বেঞ্চ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে এম এ টি-এ রেন্ডার করা হয়েছে২০১৮-এর ৪৬৪ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যরা বনাম দিলীপ ঘোষ ও অন্যরা)।

৪৮. পূর্বোক্ত বিবেচনায়, বর্তমান আপিল ব্যর্থ হয়। আমরা প্রথম ভূমি অধিগ্রহণ সংগ্রাহক / উপযুক্তকে নির্দেশ দিন কর্তৃপক্ষের জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম শুরু করা ২০১৩ আইনের বিধানের অধীনে আপীলকারীদের এবং তারিখ থেকে ৪ মাসের মধ্যে এই ধরনের কার্যক্রম সম্পূর্ণ করুন এবং উত্তরদাতা/রিটকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রদান করুন এরপর ৪ সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীরা।

৪৯. জরুরী ফটোস্ট্যাট এই আদেশের প্রত্যয়িত কপি, যদি জন্য আবেদন করা, সব সম্মতি উপর পক্ষগুলি সরবরাহ করা হবে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা।

(বিচারপতি অরিজিৎ ব্যানার্জী)

(বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।